কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারক: **রাই চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি**

শক্তি পদ রায় বনাম. রাখী ধর

সি. আর. এ-711, অফ 2010 08/12/2022-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট (1881 সালের 26), ধারা 138- ফৌজদারি কার্যবিধি (1974 সালের 2), ধারা 378 - চেকের অসম্মান-খালাস-যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থতা-1881 সালের আইনের শাস্তিমূলক বিধানগুলি কেবল তখনই আকৃষ্ট হবে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি চেকের অসম্মানের মাধ্যমে আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হয়-কোনও সাক্ষীই ঋণ প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী মধ্যে আইনত প্রয়োগযোগ্য লেনদেন সম্পর্কে বর্ণনা করেননি-এর মতো পর্যাপ্ত উপাদানের অভাবে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও অনুসন্ধান হতে পারত না-খালাসের আদেশ, বহাল থাকে।

(অনুচ্ছেদ 11,13,14,15,16)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে মিত গুহ রায়। প্রতিবাদী পক্ষে প্রবাসী ভট্টাচার্য, শ্রীমতি দেবজানি সাহু।

---

1. **রায়-** এই আপিলটি ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক 31শে আগস্ট, 2010 তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখা যায় যে, সরকার পক্ষের মামলাটি সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হয়নি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনি এই আপিলের প্রতিবাদী সেখানে খালাস পেয়েছেন।

2. আপিলকারী/প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী/অভিযুক্ত ঋণদাতা 31শে আগস্ট, 2010 তারিখের উক্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে এই আবেদনে এই ভিত্তিতে এসেছেন যে, বিচার আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ 1,50,000/-, টাকা যা ট্রায়াল কোর্ট তার সামনে নথিভুক্ত জবানবন্দিতে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে ট্রায়াল কোর্ট বিতর্কিত রায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আইন দ্বারা অর্পিত এক্তিয়ার প্রয়োগ করেনি।এই মামলায় যে রায় দেওয়া হয়েছে তা আইনের স্থিরীকৃত নীতিগুলির কারণে বাতিল করা

যেতে পারে।

3.তথ্যগত পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, পক্ষগুলি, অর্থাৎ, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তার স্বামী একে অপরের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার সময়, অভিযোগকারী/আপিলকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি/উত্তরদাতার কাছে .1,50,000/- টাকা ঋণ হিসাবে অগ্রিম দিয়েছিলেন।

4. অভিযোগটি আরও প্রকাশ করে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ 2009 সালের 15ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, উত্তরদাতা/অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত পরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হন।

5. অভিযোগ করা হয়েছে যে, আবেদনকারীকে 2রা ফেব্রুয়ারি, 2009 তারিখে একই পরিমাণের একটি চেক জারি করা হয়েছিল যার নম্বর ছিল নং 213673 31শে মার্চ, 2009 তারিখে ইউকো ব্যাঙ্ক, খড়গপুর শাখায় ইস্যু করা হয় এবং প্রতিবাদীর অ্যাকাউন্টে তহবিলের অপর্যাপ্ততার কারণে আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কে জমা করা হলে তা ফেরত হয়।

6. এর ফলে 20শে জুলাই ট্রায়াল কোর্টে বর্তমান আপিলকারীর দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।, C.R 12 অফ 2009, হিসাবে নিবন্ধিত হচ্ছে।

7. বিচার সম্পন্ন হয়।বিচার চলাকালীন তিন (3) জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

8. অভিযোগকারী বাদী/অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ 15 জানুয়ারী, 2009 এর মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।অভিযোগকারী আরও বলেন যে, চেকটি 2 ফেব্রুয়ারি, 2009-এ ইস্যু করা হয়েছিল এবং তা বাউন্স হয়েছিল।

9. উপরে আলোচিত অভিযোগকারীর জবানবন্দি নিশ্চিত করার জন্য অভিযোগকারীর স্বামীকেও জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিল।

10. পিডব্লিউ 3 একজন স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন।তিনি আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী মধ্যে যে লেনদেন হয়েছিল সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, আবেদনকারীর কাছে প্রতিবাদী দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধের জন্য চেক হস্তান্তর করা এবং আদায়ের জন্য জমা দেওয়ার সময় উক্ত চেকের ফেরত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন।

11. উপরে আলোচিত প্রমাণগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরে, এটি প্রদর্শিত হয় যে কোনও সাক্ষী কখনও কোনও ঋণ কার্যকর করার জন্য আপিলকারী এবং প্রতিবাদী মধ্যে আইনত প্রয়োগযোগ্য লেনদেনের কথা বর্ণনা করেননি। অভিযুক্তকে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের 313 ধারার অধীনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল

যাইহোক, এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে যা বিচার আদালত ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক নেগোশিয়েবল

ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের 138 ধারার অধীনে একটি মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল বিষয়, তার এই ধরনের পরীক্ষা থেকে কোনও অপরাধমূলক উপাদান প্রকাশিত হয়নি।

12. নথিভুক্ত এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, ট্রায়াল কোর্ট এই মামলার সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযোগকারী/আপিলকারী কোনও পর্যাপ্ত উপাদান নথিভুক্ত করতে পারবেন না যা দেখায় যে তিনি প্রতিবাদীর কাছে 1,50,000/ টাকা অগ্রিম দিয়েছেন যা অভিযোগকারী/আপিলকারী দ্বারা উত্তরদাতা/অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ হিসাবে অভিহিত করা হবে।

13. এটি একটি বৈশিষ্ট্য আইন যা অভিযুক্ত ব্যক্তি চেকের ফেরত হওয়ার মাধ্যমে আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হলে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের শাস্তিমূলক বিধানগুলি আকর্ষণ করবে।

14. এই ক্ষেত্রে, এই বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষতা এবং তার খালাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া মাননীয় ট্রায়াল কোট অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।বিতর্কিত রায়ে, ট্রায়াল কোট নথিভুক্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করেছে এবং
উপরের মতো একটি সিদ্ধান্তে এসেছিল, যা যথাযথ এবং আইন অনুসারে বলে মনে হয়।

15. অতএব, এই আপিল আদালত কর্তৃক 31শে আগস্ট, 2010 তারিখের ট্রায়াল কোর্টের উক্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ নেই এবং এই আদালত কর্তৃক তা বহাল রাখা সুস্পষ্ট।

16. আপিল খারিজ করা হয় যা 31শে আগস্ট, 2010 তারিখের রায় ও আদেশটি ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা পাস করা হয়েছে। মামলা নং C.R. Case No. 12 অফ 2009 নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের 138 ধারার অধীনে এ এই আদেশ বহাল রাখা হয়েছে।

17. এই মামলায় বিজ্ঞ আইনজীবীর কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রী মিত গুহ রায়ের সহায়তার জন্য আদালত কৃতজ্ঞ।

18. সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিগুলিতে কাজ করবে।

আপিল খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.